ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 819- 829
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.294

নাগরিকত্বের ধারণা: তাত্ত্বিক ভিত্তি ও সমকালীন বাস্তবতা

বিজয় দাস, *সহকারী অধ্যাপক, আজীবন শিক্ষা ও সম্প্রসারণ বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.02.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Citizenship is one of the most fundamental concepts in political theory. Citizenship has been understood as a formal status that grants individuals certain rights while also imposing duties and responsibilities toward the political community. However, over time the concept has evolved significantly, reflecting broader transformations in political thought, state formation and social organization. This study examines the concept of citizenship from both theoretical and contemporary perspectives, highlighting its historical evolution, core principles, and present-day challenges. The theoretical foundations of citizenship can be traced back to classical political thought.In modern political theory, political thinkers are involved to develop the idea of citizenship by linking it with civil, political, and social rights. In contemporary society, the concept of citizenship has become more complex due to the influence of globalization, migration, multiculturalism, and the growing importance of human rights. Traditional notions of citizenship tied strictly to the nation-state are increasingly challenged by new forms of belonging and identity. Issues such as dual citizenship, transnational migration, statelessness, and the emergence of regional or global citizenship have reshaped debates surrounding the meaning and scope of citizenship. Furthermore, political and social developments in various countries have highlighted tensions between inclusion and exclusion in the practice of citizenship. The purpose of this study is to analyze the theoretical foundations of citizenship and examine how these ideas interact with contemporary realities. By exploring both classical theories and present-day developments, the study seeks to provide a comprehensive understanding of citizenship as a dynamic and evolving concept. The discussion also emphasizes the importance of citizenship in promoting democratic participation, social equality, and collective responsibility within political communities. The study concludes that citizenship is no longer merely a legal status but a multidimensional concept encompassing rights, duties, participation, identity, and social belonging.

Keywords: Citizenship, Cosmopolitan, Global Citizen, Globalization, Political Communities

নাগরিকত্ব ধারণা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ধারণা, যা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ককে নির্ধারণ করে। নাগরিকত্বের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং সেই

রাষ্ট্রের অধীনে বিভিন্ন অধিকার ভোগ করার পাশাপাশি কিছু দায়িত্বও পালন করে। প্রাচীন নগররাষ্ট্রে নাগরিকত্ব মূলত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রে এটি আইনি অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা এবং সমতার ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে নাগরিকত্বের ধারণা আরও বিস্তৃত ও জটিল হয়ে উঠেছে। বিশ্বায়ন, অভিবাসন, মানবাধিকার এবং বহুসাংস্কৃতিক সমাজের বিকাশ নাগরিকত্বের প্রচলিত ধারণাকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে।

এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো নাগরিকত্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং তার সমকালীন বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করা। নাগরিকত্বের ধারণা কীভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে এবং বর্তমান বিশ্বে এর কী ধরনের পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জ দেখা যাচ্ছে, তা বোঝার চেষ্টা করা এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য। সমকালীন বিশ্বে নাগরিকত্বের প্রশ্ন নতুনভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে অভিবাসন, নাগরিক অধিকার, সংখ্যালঘু সুরক্ষা এবং বৈশ্বিক নাগরিকত্বের আলোচনার প্রেক্ষাপটে। তাই নাগরিকত্বের ধারণা ও এর বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে বিশ্লেষণ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র।

নাগরিকত্বের ধারণার সূত্রপাত ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

নাগরিকত্বের ধারণা ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে বিকশিত হয়েছে এবং তা বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। সাধারণভাবে নাগরিক তত্ত্বের বিকাশকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা যায়।

প্রথমত, প্রাচীন গ্রীক বা রোমান যুগে নাগরিকত্বের ধারণার সূচনা ঘটে। গ্রীক নগররাষ্ট্রে নাগরিকত্ব মূলত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সঙ্গে যুক্ত ছিল যা এরিস্টটলের Civic Republicanism (নাগরিকত্বভিত্তিক প্রজাতান্ত্রিক) এর মূল ধারণা হিসেবে পরিচিত (Aristotle, 1984)। রোমান সাম্রাজ্যে নাগরিকত্ব আইনি মর্যাদা ও অধিকার লাভের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে ওঠে (Heater, 2004)।

দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগে রাজতান্ত্রিক কর্তৃত্ব ও সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কারণে নাগরিকের স্বাধীনতা সীমিত ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে বাণিজ্যিক নগর ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে নাগরিক অধিকারের ধারণা বিকশিত হতে শুরু করে (Turner, 1993)।

তৃতীয়ত, ফরাসি বিপ্লব (1789) ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (1776) নাগরিকত্বের আধুনিক ধারণাকে শক্তিশালী করে। এই ঘটনাগুলি নাগরিকদের সমতা, অধিকার এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করে (Held, 2006)।

চতুর্থত, উনবিংশ শতাব্দীর উদারনীতিবাদ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নাগরিকত্বের ধারণা আরও বিস্তৃত হয়। উদারনৈতিক চিন্তায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার গুরুত্ব পায়, আর বিংশ শতাব্দীতে গোষ্ঠীগত অধিকার, পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি এবং সামাজিক নাগরিকত্বের ধারণা গুরুত্ব লাভ করে (Marshall, 1950; Kymlicka, 1995)।

সুতরাং, নাগরিকত্বের ধারণা রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, অধিকার ও সামাজিক স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমাগত বিকশিত হয়েছে।

নাগরিকত্বের অর্থ ও বৈশিষ্ট্য:

(ক) নাগরিকত্বের অর্থ ও সংজ্ঞা: প্রাচীন গ্রিসে রাষ্ট্র কার্য অংশগ্রহণকারী ও কর্ণ প্রদানকারী জনগণকে বলা হয় নাগরিক। নাগরিক বলতে একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের পূর্ণ ও সমান সদস্যপদ বোঝায়। নিমাই চন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্যামল কুমার চক্রবর্তী এদের মতে রাষ্ট্রের জনসমষ্টি নাগরিক নয়, রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট আইন দ্বারা যাদের

নাগরিকত্ব দান করা হয় তারা নাগরিক। তারা মনে করেন নাগরিকত্ব একটি দায়িত্ব ও অধিকারের সমষ্টি যা কোনো রাষ্ট্রে নাগরিক কতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করবে সেই রাষ্ট্রের আইনের উপর নির্ভর শীল। অধ্যাপক শিবনাথ চক্রবর্তী নাগরিকত্বকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, যে ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে এবং স্থায়িভাবে সেখানে বসবাস করে, তাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলা হয়। অধ্যাপক লাস্কি নাগরিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, নাগরিকতার সারমর্ম হইল— সাধারণের হিতার্থে ব্যক্তির শিক্ষা-লব্ধ মার্জিত বুদ্ধির প্রয়োগ। নাগরিকত্ব বলতে সাধারণত রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির একটি আইনগত ও রাজনৈতিক সম্পর্ককে বোঝায়। নাগরিক সেই ব্যক্তি, যিনি একটি রাজনৈতিক সমাজের পূর্ণ সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং রাষ্ট্রের অধিকার ও সুযোগ ভোগ করেন। নাগরিকরা রাষ্ট্রের পূর্ণ সদস্য, কিন্তু বিদেশীরা সেই পূর্ণ অধিকার ভোগ করে না। নাগরিকত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক। Encyclopaedia of Social Sciences-এ বলা হয়েছে "Citizens enjoy a certain reciprocity of rights against, and duties toward the community." অর্থাৎ নাগরিকরা যেমন রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকার লাভ করে, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কিছু দায়িত্বও পালন করে। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে নাগরিকত্বকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি আইনি সম্পর্ক হিসেবে দেখা হয়। নাগরিক হল সেই ব্যক্তি, যিনি কোনো রাষ্ট্রের আইনি সদস্য এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার ভোগ করেন। নাগরিকরা ভোটাধিকার, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত বিভিন্ন অধিকার লাভ করে (Marshall, 1950)। অন্যদিকে বিদেশী হল সেই ব্যক্তি, যিনি অন্য কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক কিন্তু সাময়িকভাবে অন্য দেশে বসবাস বা অবস্থান করেন। অন্যদিকে প্রজা (Subject) ধারণাটি প্রধানত রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। প্রজা রাষ্ট্রের শাসকের অধীনস্থ হলেও তাদের রাজনৈতিক অধিকার সীমিত থাকে। মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রে জনগণকে প্রজা হিসেবে বিবেচনা করা হতো, যেখানে তারা শাসকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করত (Held, 2006)।আধুনিক নাগরিকত্বের আলোচনায় ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী টি. এইচ. মার্শাল (T. H. Marshall) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁর মতে নাগরিকত্ব হলো এমন একটি মর্যাদা, যা একটি সম্প্রদায়ের পূর্ণ সদস্যদের প্রদান করা হয় এবং যার অধিকারী সকলেই অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে সমান। মার্শাল নাগরিকত্বকে তিনটি মৌলিক অধিকারের সমষ্টি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন নাগরিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার এবং সামাজিক অধিকার।

(খ) নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য: নাগরিকত্ব হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও আইনি ধারণা, যা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ককে নির্ধারণ করে।

প্রথমত, নাগরিকত্ব ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে। একজন ব্যক্তি যখন কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে, তখন সে সেই রাষ্ট্রের অধিকার ভোগ করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট দায়িত্বও পালন করে।

দ্বিতীয়ত, নাগরিকত্বকে সাধারণত আইনগত পদমর্যাদা (legal status) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ নাগরিকত্বের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের আইনি সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং সংবিধান ও আইনের দ্বারা নির্ধারিত অধিকার লাভ করে।

তৃতীয়ত, নাগরিকত্বের মধ্যে সমমর্যাদার ধারণা নিহিত থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং তাদের মৌলিক অধিকার সমভাবে স্বীকৃত হয়।

চতুর্থত, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে অধিকার ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। নাগরিকদের যেমন ভোটাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি অধিকার থাকে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, আইন মেনে চলা এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করা তাদের কর্তব্য।

এইভাবে নাগরিকত্ব ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে সুসংহত করে এবং গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি গঠন করে।নাগরিক অধিকার ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, রাজনৈতিক অধিকার শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয় এবং সামাজিক অধিকার শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে।

নাগরিকত্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি:

নাগরিকত্বের ধারণা বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাবিদের লেখায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল নাগরিকত্বকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর মতে, নাগরিক হল সেই ব্যক্তি যে রাষ্ট্রের বিচার ও শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ নাগরিকত্ব শুধু আইনি মর্যাদা নয়, বরং রাজনৈতিক কার্যকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানী টি. এইচ. মার্শাল নাগরিকত্ব সম্পর্কে বলেন যে নাগরিকত্ব এমন একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা যা সমাজের পূর্ণ সদস্যদের প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্রে বিভিন্ন অধিকার, সুযোগ ও দায়িত্ব লাভ করে এবং সমাজের সক্রিয় অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। নাগরিক অধিকার ব্যক্তির স্বাধীনতা নিশ্চিত করে, রাজনৈতিক অধিকার রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয় এবং সামাজিক অধিকার নাগরিকদের কল্যাণ ও সমতা নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) নাগরিকত্বের ধারণায় উপর বিভিন্ন চিন্তাবিদের দৃষ্টিভঙ্গি: নাগরিকত্ব আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তায় একটি ওগুরুত্বপূর্ণ ধারণা, যা বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। হ্যারল্ড লাস্কি (Harold Laski) নাগরিকত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে নাগরিকত্ব হলো জনগণের কল্যাণের জন্য নিজ নিজ সুচিন্তিত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার ক্ষমতা। ল্যস্কির মতে একজন প্রকৃত নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। একইভাবে টি. এইচ. গ্রীন (T. H. Green) মনে করেন যে সমাজের সদস্যরা যদি সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন না হয়, তবে অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। অর্থাৎ নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও সাধারণ কল্যাণের চেতনা থাকতে হবে, তবেই প্রকৃত নাগরিকত্বের বিকাশ ঘটে। অন্যদিকে ডেভিড মিলার (David Miller) নাগরিকত্বকে রাজনৈতিক সমাজের সদস্যপদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাঁর মতে নাগরিকরা কেবল রাষ্ট্রের সদস্যই নয়; তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার রক্ষার জন্য সরকার গঠন করে এবং সেই সরকারের প্রতি আনুগত্য ও সমর্থন প্রকাশ করে (Miller)। এছাড়াও জন লক (John Locke) নাগরিকত্বের ধারণাকে ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো নাগরিকদের জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার রক্ষা করা. সুতরাং এই চিন্তাবিদদের মতামত থেকে বোঝা যায় যে নাগরিকত্ব কেবল রাষ্ট্রের সদস্যপদ নয়; এটি অধিকার, দায়িত্ব, অংশগ্রহণ এবং সামাজিক কল্যাণের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

(খ) নাগরিকত্ব সাথে অন্য ধারণার সম্পর্ক:

নাগরিকত্ব ও রাষ্ট্র: নাগরিকত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি আইনগত ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। রাষ্ট্রের সংবিধান ও আইন নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে এবং নাগরিকরা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। নাগরিকত্বের মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং রাষ্ট্র তাকে বিভিন্ন অধিকার প্রদান করে, একই সঙ্গে কিছু কর্তব্যও পালন করতে হয়।

নাগরিকত্ব ও জাতি: নাগরিকত্বর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং নির্দিষ্ট অধিকার ও কর্তব্য ভোগ করে। অন্যদিকে জাতি সাধারণত ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সাধারণ চেতনার ভিত্তিতে গঠিত একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়। একটি জাতি যখন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে, তখন তাকে জাতি–রাষ্ট্র (Nation-State) বলা হয়। এই ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব জাতীয় পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তবে সবসময় নাগরিকত্ব ও জাতি একই নয়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের মতো বহুজাতিক ও বহুসাংস্কৃতিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের মানুষ একই নাগরিকত্বের অধিকারী।

নাগরিকত্ব ও ধর্ম: আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব ধর্মের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকল নাগরিক ধর্ম নির্বিশেষে সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং তাদের মৌলিক অধিকার সমভাবে স্বীকৃত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মের ভিত্তিতে অনেক সময় নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে ভারতবর্ষে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

নাগরিকত্ব ও সমতা: নাগরিকত্বের মূল ভিত্তির মধ্যে সমতার ধারণা নিহিত থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং তাদের মৌলিক অধিকার সমভাবে স্বীকৃত। অর্থাৎ নাগরিকত্বের মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে সমান মর্যাদা লাভ করে এবং আইন ও সংবিধানের অধীনে সমান সুযোগ ভোগ করে। নাগরিকদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত না হলে প্রকৃত নাগরিকত্ব কার্যকর হতে পারে না।

নাগরিকত্ব, অধিকার কর্তব্য: নাগরিকত্বের সঙ্গে অধিকার ও কর্তব্য উভয়ই সম্পর্কিত। নাগরিকরা যেমন ভোটাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং আইনি সুরক্ষার অধিকার ভোগ করে, তেমনি আইন মান্য করা, কর প্রদান এবং সমাজের কল্যাণে কাজ করা তাদের কর্তব্য। এই অধিকার ও কর্তব্যের সমন্বয়ের মাধ্যমেই নাগরিকত্ব একটি সুস্থ ও কার্যকর গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুনাগরিকতা ও গণতন্ত্র: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সফলতা অনেকাংশে নাগরিকদের সচেতনতা, দায়িত্ববোধ এবং নৈতিকতার উপর নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে জে. এস. মিল (J. S. Mill) উল্লেখ করেছেন যে গণতন্ত্রের কার্যকারিতা তখনই নিশ্চিত হয়, যখন নাগরিকরা সচেতন, দায়িত্বশীল এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হয়। নাগরিকরা যদি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সম্মান করে, তবে গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়। এছাড়া ও লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) সুনাগরিকের গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে একজন সুনাগরিকের মধ্যে বিচক্ষণতা, আত্মসংযম এবং বিবেকবোধ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(গ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিকতা মূল দিক:

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য: একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকরা বিভিন্ন ধরনের অধিকার ভোগ করে, যেমন— মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ভোটাধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। এই অধিকারগুলো নাগরিকদের ব্যক্তিগত মর্যাদা রক্ষা করে এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। টি. এইচ. মার্শাল নাগরিকত্বকে নাগরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের সমষ্টি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন (Marshall, 1950)। অন্যদিকে নাগরিকদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যও রয়েছে। আইন মান্য করা, কর প্রদান করা, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা নাগরিকের প্রধান কর্তব্য।

নাগরিকের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ: সরকার সংবিধান ও আইনের মাধ্যমে নাগরিকদের আচরণ ও কার্যক্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এই নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। সরকার বিভিন্ন আইন ও নীতির মাধ্যমে নাগরিকদের কিছু কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ করে, যেমন অপরাধ প্রতিরোধ, জননিরাপত্তা রক্ষা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

রাষ্ট্র পরিচালনায় নাগরিকের ভূমিকা: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ভিত্তি হলো জনগণের অংশগ্রহণ। নাগরিকরা ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এই কারণে গণতন্ত্রকে "জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য এবং জনগণের শাসন" হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

নাগরিকত্ব অর্জন ও বিলোপ:

(ক) নাগরিকত্ব অর্জনের পদ্ধতি: প্রত্যেক দেশের নিজস্ব আইন, নীতি ও মানদণ্ড রয়েছে যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সাধারণত নাগরিকত্ব জন্মের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রে আবেদন বা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়।

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব (Jus Sanguinis): জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বা Jus Sanguinis অর্থ "রক্তের অধিকার" নীতিতে যদি কোনো ব্যক্তির পিতা বা মাতা কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক হন, তবে সেই ব্যক্তিও সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার অধিকার পেতে পারে। নাগরিকত্ব এখানে জন্মগত পরিচয় ও পারিবারিক ধারাবাহিকতার সাথে গভীরভাবে যুক্ত। এই ধরনের নাগরিকত্ব ইউরোপের জাতি-রাষ্ট্র ধারণার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যেমন জার্মানি, ইতালি এবং আয়ারল্যান্ড–এ পিতামাতার নাগরিকত্বের ভিত্তিতে সন্তান নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে, এমনকি সে বিদেশে জন্মগ্রহণ করলেও।

জন্মস্থান সূত্রে নাগরিকত্ব (Jus Soli): জন্মস্থান সূত্রে নাগরিকত্ব বা Jus Soli অর্থ "ভূমির অধিকার" নীতিতে কোনো ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, সেই দেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে। এই ধারণার উৎপত্তি ইংল্যান্ডে এবং পরবর্তীতে এটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করে।এই বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, কোনো রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তি জন্মের মাধ্যমেই সেই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আমেরিকার অনেক দেশে এই নীতি প্রচলিত। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা–তে জন্মগ্রহণকারী অধিকাংশ শিশু স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব লাভ করে।

বিবাহসূত্রে নাগরিকত্ব (Jus Matrimonii): অনেক রাষ্ট্রে নাগরিককে বিবাহ করার মাধ্যমে বিদেশী ব্যক্তি নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ পায়। এই নীতিকে Jus Matrimonii বলা হয়। বিবাহের মাধ্যমে বিদেশি ব্যক্তির নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রক্রিয়া অনেক সময় সহজ করা হয়। যেমন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত এবং জার্মানি–তে বিদেশী ব্যক্তি যদি নাগরিককে বিবাহ করে এবং কিছু সময় সেখানে বসবাস করে, তবে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারে।

রাষ্ট্র প্রদত্ত নাগরিকত্ব বা স্বাভাবিকীকরণ (Naturalization): কোনো বিদেশী ব্যক্তি যদি একটি দেশে আইনানুগভাবে প্রবেশ করে এবং দীর্ঘ সময় সেখানে বসবাস করে, তবে রাষ্ট্র তাকে নাগরিকত্ব প্রদান করতে পারে। এই ক্ষেত্রে সাধারণত নাগরিকত্ব প্রদানের আগে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে হয়। শর্ত পূরণ করার মাধ্যমে একজন বিদেশি ব্যক্তি ধীরে ধীরে সেই দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্প্রদায়ের পূর্ণ সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে Citizenship Act, 1955 অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় বসবাসের পর বিদেশী ব্যক্তি নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারে।

বিনিয়োগের মাধ্যমে নাগরিকত্ব (Citizenship by Investment): কিছু রাষ্ট্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ রয়েছে, যাকে Economic Citizenship বলা হয়। এই ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তিরা সম্পত্তি ক্রয়, ব্যবসায় বিনিয়োগ বা সরকারকে অর্থ প্রদান করে নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মাল্টা, সেন্ট কিটস ও নেভিস এবং সাইপ্রাস–এ বিনিয়োগের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

(খ) নাগরিকত্ব বিলোপ: নাগরিকত্ব বিলোপ বলতে বোঝায় কোনো ব্যক্তি তার নাগরিকত্বের আইনি মর্যাদা হারানো। এটি সাধারণত তিনটি প্রধান উপায়ে ঘটে— স্বেচ্ছায় ত্যাগ (Renunciation), আইনগত সমাপ্তি (Termination) এবং সরকার কর্তৃক বাতিল (Deprivation)। স্বেচ্ছায় ত্যাগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে নিজের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে পারে। আইনগত সমাপ্তি ঘটে যখন কোনো ব্যক্তি বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে তার পূর্বের নাগরিকত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হয়ে যায়। অপরদিকে, রাষ্ট্র যদি মনে করে যে কোনো ব্যক্তি প্রতারণা, অসত্য তথ্য প্রদান বা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের মাধ্যমে নাগরিকত্ব অর্জন করেছে, তবে সরকার তার নাগরিকত্ব বাতিল করতে পারে। তবে আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকত্ব বিলোপের ক্ষেত্রে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রহীন (stateless) করে তুলতে পারে। তাই আন্তর্জাতিক আইনে নাগরিকত্ব বিলোপের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে।

সমকালীন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে নাগরিকত্বের ধারণা:

সমকালীন বিশ্বে নাগরিকত্বের ধারণা আরও বিস্তৃত হয়েছে। গণতন্ত্রের প্রসারের ফলে নাগরিকদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ নাগরিকত্ব শুধু রাষ্ট্রের সদস্য হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি সামাজিক ন্যায়, মানবাধিকার এবং সমতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। বিশ্বায়নের যুগে নাগরিকত্বের ধারণা নতুন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। অভিবাসন, বহুসাংস্কৃতিক সমাজ এবং বৈশ্বিক নাগরিকত্বের ধারণা নাগরিকত্বের প্রচলিত সীমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে (Kymlicka, 1995)। একই সঙ্গে ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ নাগরিকদের নতুন ধরনের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যা "ডিজিটাল নাগরিকত্ব" ধারণাকে গুরুত্ব দিয়েছে। বিশ্বায়ন, আন্তর্জাতিক অভিবাসন, বহুসাংস্কৃতিক সমাজ এবং মানবাধিকার আন্দোলনের ফলে নাগরিকত্বের প্রচলিত ধারণা নতুন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। অনেক দেশে এখন দ্বৈত নাগরিকত্ব, আঞ্চলিক নাগরিকত্ব (যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিকত্ব) এবং গ্লোবাল নাগরিকত্বের মতো নতুন ধারণা গুরুত্ব পাচ্ছে (Heater, 2004)। এছাড়া বর্তমান সময়ে নাগরিকত্বের সঙ্গে সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, লিঙ্গসমতা এবং সংখ্যালঘু অধিকারের বিষয়গুলোও যুক্ত হয়েছে। ফলে নাগরিকত্ব আর শুধু আইনি মর্যাদা নয়; এটি সামাজিক ন্যায়, সমতা এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

(ক) বিশ্ব নাগরিকত্ব: গ্লোবাল সিটিজেনশিপ বা বিশ্ব নাগরিকত্ব এমন একটি ধারণা যেখানে একজন ব্যক্তি নিজেকে কেবল একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে। এই ধারণা মানবতা, সমতা, মানবাধিকার এবং বৈশ্বিক দায়িত্ববোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। গ্লোবাল সিটিজেনশিপের মূল বক্তব্য হলো পৃথিবীর মানুষ একে অপরের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কিত এবং বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব রয়েছে।

গ্লোবাল সিটিজেনশিপের ধারণার সূত্রপাত প্রাচীন গ্রিক দর্শনে খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রিক দার্শনিক Diogenes নিজেকে "Cosmopolitan" বা বিশ্বের নাগরিক বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মানুষের পরিচয় কেবল একটি নগররাষ্ট্র বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমগ্র মানবসমাজের

সঙ্গে যুক্ত (Heater, 2004)। আধুনিক যুগে বিশ্বায়ন (Globalization), প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে গ্লোবাল সিটিজেনশিপ ধারণা নতুন মাত্রা লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, যোগাযোগ প্রযুক্তি, পরিবহন ব্যবস্থা এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন, মানবাধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ, দারিদ্র্য এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার মতো সমস্যাগুলো কেবল একটি রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; এগুলো বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়।

সমসাময়িক রাজনৈতিক ও নৈতিক চিন্তায় Martha Nussbaum গ্লোবাল নাগরিকত্বের ধারণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত যাতে তারা নিজেকে কেবল জাতীয় নাগরিক হিসেবে নয়, বরং বিশ্ব নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে কাজ করে (Nussbaum, 1997)। একইভাবে ডেভিড হেল্ড (David Held) বৈশ্বিক গণতন্ত্র (Global Democracy) এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে গ্লোবাল নাগরিকত্বের ধারণাকে শক্তিশালী করার কথা উল্লেখ করেছেন (Held, 2010)। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে গ্লোবাল সিটিজেনশিপ ধারণা কিছু সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন। বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় নাগরিকত্ব মূলত রাষ্ট্রভিত্তিক একটি আইনগত মর্যাদা। একজন ব্যক্তি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে অধিকার ও সুরক্ষা লাভ করে। ফলে গ্লোবাল নাগরিকত্ব এখনও আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত নয়; এটি মূলত একটি নৈতিক ও আদর্শিক ধারণা।

(খ) সমকালীন বিশ্বে নাগরিকত্বের প্রধান সমস্যা: সমকালীন বিশ্বে নাগরিকত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক ধারণা হলেও বিভিন্ন দেশে এটি নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বিশ্বায়ন, অভিবাসন, জাতিগত বৈষম্য এবং রাজনৈতিক মেরুকরণের কারণে নাগরিকত্বের প্রচলিত ধারণা নতুন প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়েছে।

ভারতের প্রেক্ষাপটে নাগরিকত্বের প্রশ্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশেষত নাগরিকত্ব আইন এবং এর সংশোধনকে কেন্দ্র করে নাগরিকত্বের অন্তর্ভুক্তি ও বর্জনের প্রশ্ন সামনে এসেছে। ভারতের সংবিধান নাগরিকদের সমান অধিকার প্রদান করলেও বাস্তবে অনেক সময় জাতি, ধর্ম বা অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে নাগরিকত্বের পূর্ণ সুবিধা সকলের কাছে পৌঁছায় না (Basu, 2024)। উদাহরণস্বরূপ, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক দেখা যায়, যা নাগরিকত্বের ধর্মভিত্তিক প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে। ভারতের প্রেক্ষাপটে নাগরিকত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন সমস্যা হলো নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA), ২০১৯। এই আইনের মাধ্যমে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী অভিবাসীদের জন্য নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ সহজ করা হয়েছে। তবে মুসলিম সম্প্রদায়কে এই আইনের বাইরে রাখায় অনেক সমালোচনা ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সমালোচকদের মতে এটি ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমতার নীতির সঙ্গে সংঘাত তৈরি করতে পারে (Basu, 2024)। ফলে ভারতে নাগরিকত্ব প্রশ্নটি রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব একটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। এখানে জাতীয় নাগরিকত্বের পাশাপাশি ইউরোপীয় নাগরিকত্বের ধারণা রয়েছে, যা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নাগরিকদের অন্য সদস্য দেশে বসবাস ও কাজ করার অধিকার দেয়। তবে অভিবাসন ও শরণার্থী সংকটের কারণে অনেক দেশে নাগরিকত্ব ও সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে (Heater, 2004)। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব একটি বিশেষ রূপ ধারণ করেছে। ১৯৯২ সালের Maastricht Treaty-এর মাধ্যমে ইউরোপীয় নাগরিকত্বের ধারণা চালু হয়, যার ফলে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নাগরিকরা অন্য সদস্য দেশে বসবাস, কাজ এবং চলাচলের

অধিকার পায়। তবে অভিবাসন সংকট, শরণার্থী সমস্যা এবং Brexit-এর মতো ঘটনাগুলো EU নাগরিকত্বের সীমা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করেছে (Heater, 2004)।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সমস্যা সমকালীন রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে অবৈধ অভিবাসন এবং সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলছে। অনেক সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন অবৈধভাবে প্রবেশ করা অভিবাসীদের গ্রেফতার (arrest) করে এবং আইন অনুযায়ী তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠায়, যাকে deportation বলা হয়। বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র–মেক্সিকো সীমান্তে এই ধরনের ঘটনা বেশি দেখা যায়। সমালোচকদের মতে, এই নীতি মানবাধিকার ও অভিবাসীদের সুরক্ষার প্রশ্ন উত্থাপন করে (Aleinikoff & Klusmeyer, 2001)।

মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে নাগরিকত্ব একটি সীমিত ধারণা হিসেবে বিদ্যমান। এখানে বিপুল সংখ্যক বিদেশি শ্রমিক বহু বছর ধরে বসবাস ও কাজ করলেও তারা সহজে নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, সৌদি আরব, কাতার বা সংযুক্ত আরব আমিরাতে লক্ষ লক্ষ অভিবাসী শ্রমিক কাজ করে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাগরিকত্বের অধিকার পায় না। ফলে তারা রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে (Heater, 2004)।

ইসরায়েলের নাগরিকত্ব নীতিতে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ১৯৫০ সালের Law of Return অনুযায়ী বিশ্বের যেকোনো স্থানে বসবাসকারী ইহুদি জনগোষ্ঠী ইসরায়েলে এসে নাগরিকত্ব লাভ করার অধিকার রাখে। এই আইনের মাধ্যমে ইসরায়েল মূলত ইহুদি জাতির জন্য একটি জাতীয় আবাসভূমি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে সমালোচকদের মতে, এই নীতি কখনও কখনও অ-ইহুদি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব ও সমতার প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে (Shapira, 2012)।

মিয়ানমারে নাগরিকত্বের একটি বড় সমস্যা হলো রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর নাগরিকত্ব সংকট। ১৯৮২ সালের মিয়ানমার নাগরিকত্ব আইন (Myanmar Citizenship Law) অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের দেশের স্বীকৃত জাতিগোষ্ঠীর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। ফলে তারা নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রহীন (stateless) হিসেবে বিবেচিত হয়। এর ফলে রোহিঙ্গারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চলাচল এবং রাজনৈতিক অধিকারের মতো মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে। এই পরিস্থিতির কারণে বহু রোহিঙ্গা মিয়ানমার ছেড়ে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। আন্তর্জাতিক মহলে এই ঘটনাকে মানবাধিকার সংকট হিসেবে দেখা হয় (Human Rights Watch, 2020)।

উপসংহার:

নাগরিকত্বের ধারণা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। প্রাচীন রাজনৈতিক চিন্তা থেকে শুরু করে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পর্যন্ত নাগরিকত্ব ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাত্ত্বিকভাবে নাগরিকত্ব অধিকার, দায়িত্ব এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও সমকালীন বাস্তবতায় এটি সামাজিক ন্যায়, মানবাধিকার এবং অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাই একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে নাগরিকত্বের ধারণা ও চর্চা উভয়ই অত্যন্ত। উইল কিমলিকা (Will Kymlicka), এর মতে "রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের মধ্যে নাগরিকত্বের ধারণাটি একসময় গুরুত্ব হারিয়েছিল। নাগরিকত্ব আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, যা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে আইনগত, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সম্পর্ককে নির্ধারণ করে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নাগরিকত্বের ধারণা প্রাচীন গ্রিক ও রোমান যুগ থেকেই বিকশিত হয়েছে। এরিস্টটল নাগরিকত্বকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সঙ্গে

যুক্ত করেছিলেন, আর আধুনিক যুগে টি. এইচ. মার্শাল নাগরিকত্বকে নাগরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের সমষ্টি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন (Marshall, 1950)। এই তাত্ত্বিক আলোচনাগুলো নাগরিকত্বকে একটি বহুমাত্রিক ধারণা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যেখানে অধিকার, কর্তব্য এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তবে সমকালীন বিশ্বে নাগরিকত্বের ধারণা নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে। বিশ্বায়ন, আন্তর্জাতিক অভিবাসন, বহুসাংস্কৃতিক সমাজ এবং মানবাধিকারের প্রশ্ন নাগরিকত্বের প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) নাগরিকত্বের অন্তর্ভুক্তি ও সমতার প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে আঞ্চলিক নাগরিকত্বের ধারণা নতুন মাত্রা যোগ করেছে, আবার যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন ও deportation সমস্যা নাগরিকত্বের জটিলতা তুলে ধরেছে। একইভাবে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব সংকট এবং ইসরায়েলের Law of Return-এর মতো নীতি নাগরিকত্বের প্রশ্নকে আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে।

এই প্রেক্ষাপটে নাগরিকত্ব আর শুধু একটি আইনি মর্যাদা নয়; এটি সামাজিক ন্যায়, সমতা, মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তাই সমকালীন বিশ্বে নাগরিকত্বের ধারণাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। একটি গণতান্ত্রিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য নাগরিকদের সচেতন অংশগ্রহণ, অধিকার ও কর্তব্যের ভারসাম্য এবং সামাজিক সমতার নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, এন. সি., ও চক্রবর্তী, এস। (১৯৬১)। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান (তৃতীয় সংস্করণ)। ভারত।

২. চক্রবর্তী, শিবনাথ। (১৯৬৪)। রাষ্ট্রতত্ত্ব (Political Theory)। কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

৩. চক্রবর্তী, সত্যসাধন, ও প্রামাণিক, নির্মল কুমার। (১৯৬৫)। রাষ্ট্রবিজ্ঞান। কলকাতা: গ্রন্থি প্রকাশনী।

৪. Aleinikoff, T. A., & Klusmeyer, D. (2001). Citizenship policies for an age of migration. Carnegie Endowment for International Peace.

৫. Aristotle. (1984). The politics (B. Jowett, Trans.). Oxford University Press.

৬. Bellamy, R. (2008). Citizenship: A very short introduction. Oxford University Press.

৭. Brubaker, R. (1992). Citizenship and nationhood in France and Germany. Harvard University Press.

৮. Cheesman, N. (2017). How in Myanmar "national races" came to surpass citizenship and exclude Rohingya. Journal of Contemporary Asia, 47(3), 461–483.

৯. Government of India. (1955). The Citizenship Act, 1955. Government of India.

১০. Hall, S., & Held, D. (1989). Citizens and citizenship. In S. Hall & M. Jacques (Eds.), New times: The changing face of politics in the 1990s (pp. 173–188). Lawrence & Wishart.

১১. Heater, D. (2004). A brief history of citizenship. Edinburgh University Press.

১২. Heater, D. (2013). What is citizenship? John Wiley & Sons.

১৩. Held, D. (2000). Citizenship and autonomy. In Political theory and the modern state. Polity Press.

১৪. Held, D. (2006). Models of democracy (3rd ed.). Polity Press.

১৫. Held, D. (2010). Cosmopolitanism: Ideals and realities. Polity Press.

১৬. Isin, E. F., & Nyers, P. (2014). Introduction: Globalizing citizenship studies. In Routledge handbook of global citizenship studies (pp. 1–12). Routledge.

১৭. Jayal, N. G. (2014). Indian citizenship: A century of disagreement. In Routledge handbook of global citizenship studies. Routledge.

১৮. Kymlicka, W. (1995). Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights. Oxford University Press.

১৯. Locke, J. (1988). Two treatises of government. Cambridge University Press. (Original work published 1690).

২০. Mahajan, G. (2002). The multicultural path: Issues of diversity and discrimination in democracy. Sage Publications.

২১. Marshall, T. H. (1950). Citizenship and social class. Cambridge University Press.